নূর ওয়ালা চেহারা

শায়খে তরিকত আমীরে আহলে সুন্নাত
দা'ওয়াতে ইসলামী'র প্রতিষ্ঠাতা, হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

কিতাব পাঠ করার দোআ

ধর্মীয় কিতাবাদি বা ইসলামী পাঠ পড়ার শুরুতে নিম্নে প্রদত্ত দোআটি পড়ে নিন اِنْ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ যা কিছু পড়বেন, স্বরণে থাকবে। দোআটি হল,

اَللّٰھُمَّ افْتَحْ عَلَیْنَا حِکْمَتَکَ وَانْشُرْ

عَلَیْنَا رَحْمَتَکَ یَا ذَاالْجَلَالِ وَالْاِکْرَام

অনুবাদ ঃ হে আল্লাহ! আমাদের জন্য জ্ঞান ও হিকমতের দরজা খুলে দিন এবং আমাদের উপর আপনার বিশেষ অনুগ্রহ নাযিল করুন! হে চির মহান ও হে চির মহিমান্বিত!

(আল মুস্তাতারাফ, খন্ড-১ম, প-৪০, দারুল ফিকির, বৈরুত)

(দোআটি পড়ার আগে ও পরে একবার করে দুরূদ শরীফ পাঠ করুন)

কিয়ামতের দিনে আফসোস

ফরমানে মুস্তফা صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم **:** কিয়ামতের দিনে ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে বেশী আফসোস করবে, যে দুনিয়াতে জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ পেল কিন্তু জ্ঞান অর্জন করল না এবং ঐ ব্যক্তি আফসোস করবে, যে জ্ঞান অর্জন করল আর অন্যরা তার থেকে শুনে উপকার গ্রহন করল অথচ সে নিজে গ্রহন করল না (অর্থাৎ সে জ্ঞান অনুযায়ী আমল করল না)।

(তারিখে দামেশক লিইবনে আসাকির, খন্ড-৫১, পৃষ্ঠা-১৩৭, দারুল ফিকির বৈরুত)

দৃষ্টি আকর্ষন

কিতাবের মুদ্রনে সমস্যা হোক বা পৃষ্ঠা কম হোক বা বাইন্ডিংয়ে আগে পরে হয়ে যায় তবে মাকতাবাতুল মদীনা থেকে পরিবর্তন করে নিন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

নূরওয়ালা চেহারা

(১) মাদানী মুন্নী যখন কূপে থুথু ফেলল....

হযরত সায়্যিদুনা শায়খ মুহাম্মদ বিন সোলায়মান জাযুলী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ বলেন: আমি সফরে ছিলাম। এক স্থানে আসার পর নামাযের সময় হয়ে গেল। সেখানে একটি কূপ (well) ছিল, কিন্তু বালতি (Bucket) আর রশি (Rope) ছিল না। আমি চিন্তায় পড়ে গেলাম। তখন একটি ঘরের উপর হতে এক মাদানী মুন্নী আমাকে আড়াল হতে দেখছিল, আর জিজ্ঞাসা করল: আপনি কি খুঁজছেন? আমি বললাম: কন্যা, রশি আর বালতি। সে জিজ্ঞাসা করল: আপনার নাম? বললাম: মুহাম্মদ বিন সোলায়মান জাযুলী। মাদানী মুন্নীটি আশ্চার্যান্বিত হয়ে বলল: আচ্ছা! আপনিই সেই ব্যক্তি, যার প্রসিদ্ধির ডঙ্কা চারিদিকে বাজছে। অথচ আপনার অবস্থা এই যে, কূপ থেকে পানিও নিতে পারছেন না! এ কথা বলেই সে কূপে থুথু ফেলল। মুহুর্তের মধ্যে পানি উপরের দিকে উঠে গেল। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ অযু করার পর সেই মাদানী মুন্নীকে বললেন: কন্যা! তুমি সত্যি করে বল তো; এ অসাধারণ ক্ষমতা তুমি কিভাবে অর্জন করেছ? সে বলল; আমি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করে থাকি। তার বরকতেই এই দয়া হয়েছে। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ বলেন: ঐ মাদানী মুন্নীর কথায় প্রভাবিত হয়ে আমি সেখানেই সংকল্প করলাম যে, দরূদ শরীফের উপর কিতাব লিখব। (অতঃপর তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ দরূদ শরীফের কিতাব **"দালায়িলুল খায়রাত"** লিখেন।) (সা'আদাতুদ দারাইন, ১৫৯ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক, আর তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

দরূদ ও সালামের আশিকের জন্য একটি উত্তম উপহার

প্রিয় মাদানী মুন্না ও মাদানী মুন্নীরা! سُبْحٰنَ الله! আপনারা দেখলেন তো! ঐ মাদানী মুন্নী আমাদের **প্রিয় নবী, রাসুলে আরবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করায় কেমন বরকত অর্জিত হল যে, তাঁর থুথু ফেলার মাধ্যমে কূপের পানি বৃদ্ধি পেল। সহজ সরল মাদানী মুন্না ও মাদানী মুন্নীরা! এখানে এ কথা মনে রাখতে হবে, ঐ মাদানী মুন্নীর উপর আল্লাহ তাআলার বিশেষ অনুগ্রহ ছিল, এজন্য সে কূপের উপর নিজের থুথু ফেলে। আমাদেরকে পানির কোন হাওজ (Pool), পুকুর (Pond) বা কূপ ইত্যাদিতে থুথু না ফেলা উচিত। ঐ মাদানী মুন্নীর মত আমাদেরকেও **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর বেশী বেশী দরূদ শরীফ পাঠ করার অভ্যাস গড়ে তোলা উচিত। আমরা যদি দাড়ানো থাকি বা হাটতে থাকি, বসে থাকি বা শোয়া অবস্থায় থাকি আমাদের প্রচেষ্টা এটা হওয়া উচিত যে, দরূদ শরীফ পড়তে থাকা। (**মাসআলা:** যখনই শুয়ে শুয়ে দরূদ শরীফ পাঠ করা বা কোন ওয়াজিফা আদায় করা হয়, পা দু'টিকে সংকুচিত করে নিবেন।)

জিকর ও দরূদ হার ঘড়ি বির্দ জবা রহে
মেরী ফুজুল গুয়ী কি আদাত নিকাল দো

(নোট: দা'ওয়াতে ইসলামীর পরিভাষায় ছোট ছেলেদের মাদানী মুন্না ও ছোট মেয়েদের মাদানী মুন্নী বলা হয়।)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(২) নূর ওয়ালা চেহারা

আল্লাহ তাআলার প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে সর্বপ্রথম হযরত বিবি আমেনা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْھَا প্রায় ৭ দিন দুধ পান করান, অতঃপর কিছুদিন ছুওয়াইবা দুধ পান করান। এর পর থেকে হযরত বিবি হালিমা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْھَا ২ বছর বয়স পর্যন্ত দুধ পান করান। হযরত বিবি হালিমা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْھَا **নবী করীম, রঊফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর শৈশবকাল সম্পর্কে বলেন: **আল্লাহর প্রিয় হাবীব, হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রিয় প্রিয় নূর ওয়ালা চেহারা রাতে এত বেশী চমকাতো যে, আলোকিত করার জন্য বাতি (Lamp) জ্বালানোর প্রয়োজন হতো না। একদিন আমার প্রতিবেশী উম্মে খাওলা সা'দিয়া আমাকে বলতে লাগল: হে হালিমা! আপনি কি আপনার ঘরে রাতের বেলায় আগুণ জ্বালিয়ে রাখেন, সারা রাত আপনার ঘর থেকে চমৎকার আলো আসতে দেখা যায়! বিবি হালিমা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْھَا বলেন; আমি বললাম: এটা আগুনের আলো নয় বরং তা **হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নূর ওয়ালা চেহারার আলো।

(তাফসীরে আলাম নাশরাহ্ থেকে সংকলিত, ১০৭ পৃষ্ঠা)

প্রিয় মাদানী মুন্না ও মাদানী মুন্নীরা! আল্লাহ্ তাআলা আপন **প্রিয় হাবীব হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে নূর দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। নিঃসন্দেহে **আমাদের নবী, রাসুলে আরবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم মানুষ তো বটে কিন্তু নূরানী মানুষ এবং সকল মানুষের সরদার।

নূর ওয়ালা আয়া হে হ্যাঁ নূর লেকর আয়া হে
সারে আলম মে ইয়ে দেখো কেয়ছা নূর চায়া হে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৩) বরকতময় হাত এবং অসুস্থ উট বা ছাগল

হযরত বিবি হালিমা رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهَا বলেন: **আল্লাহ তাআলার নবী, মুহাম্মদ মুস্তফা** صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সাথে নিয়ে যখন আমি নিজের ঘরে প্রবেশ করলাম, তখন বনু সা'দ গোত্রের ঘরগুলো থেকে কোন ঘর এমন ছিল না যা থেকে আমাদের কাছে মুশকের (Musk) সুগন্ধ আসছিল না এবং লোকদের অন্তরে **আল্লাহর প্রিয় হাবীব হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা** صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসা স্থান করে নিল এবং **তিনি** صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বরকতের সত্যতা এ রকম মজবুত হয়ে গেল, যদি কারো শরীরে কোথাও ব্যথা বা আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে যেত তবে সে **তাঁর** صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হাত মোবারককে নিয়ে ব্যথার স্থানে রাখত, তখন **আল্লাহ তাআলার** নির্দেশে ঐ মুহুর্তে ভাল হয়ে যেত। যদি তাদের কোন উট বা ছাগল অসুস্থ হয়ে যেত, তখন ঐ পশুর উপর **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হাত মোবারক বুলিয়ে নিত, সে পশু সুস্থ হয়ে যেত। (আস্ সিরাতুল হালবিয়া, ১ম খন্ড, ১৩৫ পৃষ্ঠা)

হাত মোবারকের ৮টি বিস্ময়কর মুজিযা

প্রিয় মাদানী মুন্না ও মাদানী মুন্নীরা! আপনারা দেখলেন তো! **আল্লাহ তাআলার প্রিয় হাবীব** صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হাত মোবারকের কি চমৎকার শান! আসুন! **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হাত মোবারকের আরও ৮টি মুজিযা আপনাদেরকে শুনাচ্ছি:

❋ একটি গাযওয়া[১] তথা যুদ্ধের সময় তীর লাগার কারণে প্রিয় সাহাবী হযরত কাতাদাহ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর চোখ মোবারক বের হয়ে গেল, **সকল ডাক্তাদের ডাক্তার, আল্লাহ তাআলার প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর চোখ নিজের হাত মোবারকে নিলেন এবং যথাস্থানে রেখে দোআ করলেন, তখন ঐ চোখ ভাল হয়ে অপর চোখ থেকে বেশী দৃষ্টি সম্পন্ন হয়ে গেল। ❋ এক কাফেলা **আল্লাহ তাআলার প্রিয় রাসুল, রাসুলে মাকবুল, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরানী দরবারে হাজির হল, তাদের মধ্যে এক ব্যক্তির স্বাস্থ্য খারাপ ছিল। তার খিচুনী চলে আসত। **হুরকারে নামদার, মদীনার তাজদার, উভয়জাহানের মালিক ও মুখতার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তার পিঠে নিজের হাত মোবারক মেরে (ঐ রোগীর ভিতরে বিদ্যমান আপদকে উদ্দেশ্য করে) ইরশাদ করলেন: "হে আল্লাহর দুশমন! বের হয়ে যা" অতঃপর তার চেহারার উপর হাত মোবারক বুলিয়ে দিলেন। তখন ঐ রোগী এমন সুস্থ হয়ে গেল যে, আগত কাফেলার মধ্যে তার থেকে স্বাস্থ্যবান কাউকে দেখা যাচ্ছিল না। ❋ এক প্রিয় সাহাবী হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে আতিক رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর ভাঙ্গা পায়ের গোছার (Shin) উপর **আল্লাহ তাআলার প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের হাত মোবারক বুলিয়ে দিলেন, তখন তা এমনভাল হয়ে গেল যেন কোন কিছুই হয়নি। ❋ এক প্রিয় সাহাবী হযরত সায়্যিদুনা আবয়াজ বিন হাম্মাল رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর বসন্ত রোগের (অর্থাৎ একটি রোগ যাতে চেহারায় দানা বের হয়ে থাকে) চেহারার উপর হাত মোবারক বুলিয়ে দিলেন, ফলে চেহারা তৎক্ষণাৎ ভাল হয়ে গেল এবং বসন্ত রোগের দানার চিহ্নগুলো বিদূরিত হয়ে গেল।

---

[১] অর্থাৎ কাফিরদের সাথে সংঘটিত এমন যুদ্ধ, যাতে আমাদের **প্রিয় নবী, রাসুলে আরবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অংশগ্রহণ করেছেন, তাকে গাযওয়া বলা হয়।

✱ কিছু সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان কে বিভিন্ন সময়ে নিজের হাত মোবারক দ্বারা লাকড়ী বা গাছের ডাল প্রদান করেন, তখন সেটা তলোয়ারে পরিণত হয়! ✱ কারো চেহারার উপর নিজের হাত মোবারক বুলিয়ে দেন, তখন চেহারা নূরানী হয়ে যায়। ✱ কোন রোগীর উপর হাত মোবারক বুলিয়ে দিলেন, তখন রোগ দূরীভুত হওয়ার সাথে সাথে তার শরীর সুগন্ধিময়ও হয়ে যায়। ✱ এক সাহাবী হযরত সায়্যিদুনা ওসমান বিন আবুল আস رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর বুকের উপর হাত মোবারক বুলিয়ে দিলেন, তখন তার স্মরণশক্তি (Memory) একেবারে প্রখর হয়ে যায়।

(আল বুরহান থেকে সংকলিত, ৩৭৩-৩৯৭ পৃষ্ঠা)

যরা চেহ্‌রে ছে পর্দা হটাও ইয়া রাসুলাল্লাহ!
হামে দীদার তো আপনা করাও ইয়া রাসুলাল্লাহ!

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৪) যেন উটনী বলে উঠল!

আল্লাহ তাআলার প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চাচাজানের শাহ্‌জাদা খুব প্রিয় সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا বলেন: শৈশবকালে একবার **ছরকারে নামদার, হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মক্কা শরীফের উপত্যকা সমূহের (অর্থাৎ দু'পাহাড়ের মধ্যবর্তী রাস্তার) মধ্যে নিজের দাদাজান হযরত সায়্যিদুনা আবদুল মোত্তালিব رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে পৃথক হয়ে যান। (অনুসন্ধান করার পর) দাদাজান পুনরায় মক্কা শরীফ ফিরে আসলেন এবং কা'বা শরীফের পর্দা জড়িয়ে ধরে **হুযুরে আকারাম, নূরে মুজাসসম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সন্ধান পাওয়ার জন্য খুব কান্নাকাটি করে দোআ করতে লাগলেন।

এর মধ্যে প্রসিদ্ধ কাফির আবু জাহেল উটনীর উপর আরোহণ করে নিজের ছাগলগুলোর পাল (Herd of goats) থেকে ফিরে আসছিল। সে আমাদের **প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে দেখতে পেল। আবু জাহেল নিজের উটনীকে বসাল এবং **ছরকারে নামদার, নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে নিজের পিছনে বসিয়ে উটনীকে দাঁড় করাতে চাইলে তখন ঐ উটনী (বসা থেকে) উঠল না! অতঃপর যখন সে নিজের সামনে বসাল তখন উটনী দাড়িয়ে গেল, আর যেন আবু জাহেলকে বলতে লাগল: 'হে নির্বোধ! আরে তিনি তো ইমাম, মুকতাদির পিছনে কিভাবে থাকবেন।' হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا আরো বলেন: **আল্লাহ তাআলা** হযরত সায়্যিদুনা মুসা কলিমুল্লাহ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام কে যেভাবে ফিরাউনের মাধ্যমে তাঁর আম্মাজানের কাছে পৌছিয়েছেন সেভাবে আবু জাহেলের মাধ্যমে **ছরকারে দু'জাহান, হুযুর পুরনূর, নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে নিজের দাদাজানের কাছে পৌছিয়েছেন।

(রুহুল মাআনী, ৩০তম খন্ড, ৫৩২ পৃষ্ঠা)

এই সত্য কাহিনী থেকে অর্জিত মাদানী ফুল

প্রিয় মাদানী মুন্না ও মাদানী মুন্নীরা! আপনারা **আল্লাহ তাআলার** কুদরত দেখলেন তো! আবু জাহেলের মাধ্যমে **আল্লাহ তাআলা** নিজের **প্রিয় হাবীব, হুযুর নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে নিজের দাদাজানের কাছে পৌছিয়েছেন। অবশ্যই **আল্লাহ তাআলা** যা চান তাই করেন। এটাও জানা গেল যে, পশুও **রাসুলে করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মর্যাদা বুঝতে পারে কিন্তু অমঙ্গল হোক ঐ অপদার্থ লোকদের উপর যারা **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মর্যাদাকে বুঝে না।

কামিল ওলী ও সত্যিকার আশিকে রাসুল আ'লা হযরত মাওলানা শাহ্ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ নিজের না'তের কাব্যগ্রন্থ **"হাদায়িকে বখশিশ শরীফের"** ১১২ পৃষ্ঠায় বলেন:

আপনে মাওলা কি হে বছ্ শানে আজিম জানোয়ার ভি করে জিন্ কি তাজীম
ছন্গ করতে হ্যায় আদব ছে তাছলিম পাইড় সিজদে মে গিরা করতে হ্যায়।

কালামে রযার ব্যাখ্যা: অর্থাৎ **আমাদের আক্বা ও মাওলা, মক্কী মাদানী ছরকার, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয় প্রিয় শান ও মর্যাদা তো দেখো! পশুও তাঁকে সম্মান করে, পাথর আদব সহকারে সালাম করে এবং গাছপালা তাঁকে সিজদা করে থাকে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় আক্বা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের পা মোবারকের আঘাতে পানির ঝর্ণা (Fountain) প্রবাহিত করে দিয়েছেন

আল্লাহর প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চাচা আবু তালিবের বর্ণনা: একবার আমি আমার ভাতিজা অর্থাৎ **হুযুর পুর নূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে "যুল মাজাজ" নামক স্থানে ছিলাম, হঠাৎ আমার পিপাসা লাগল। আমি **হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট আরজ করলাম: 'হে আমার ভাতিজা! আমার পিপাসা লেগেছে।' আমি তাকে এই কথা এজন্য বলিনি যে, তাঁর কাছে পানি ইত্যাদি আছে বরং শুধু নিজের পেরেশানী প্রকাশ করার জন্য বলেছিলাম। আবু তালিব বলেন: আমার কথা শুনে তিনি সাথে সাথে নিজের আরোহী থেকে নিচে তাশরিফ আনলেন এবং ইরশাদ করলেন: হে চাচা! আপনার কি পিপাসা লেগেছে?

আমি আরজ করলাম: জি, হ্যাঁ! এটা শুনে **হযরত মুহাম্মদ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের পায়ের গোড়ালী মোবারক দিয়ে জমিনে আঘাত করলেন যার বরকতে ঐ জায়গা থেকে সাথেসাথে পানি বের হতে লাগল! অতঃপর আমাকে ইরশাদ করলেন: হে চাচা! পানি পান করে নিন। তখন আমি পানি পান করলাম। (আত্-তাবাকাতুল কুব্‌রা লি ইবনে সা'দ, ১ম খন্ড, ১২১ পৃষ্ঠা। ইবনে আসাকির, ৬৬তম খন্ড, ৩০৮ পৃষ্ঠা)। পায়ের নিচের জোড়ার উপরের হাঁড়কে পায়ের টাখনু (Ankle) এবং টাখনুর নিচে পায়ের পিছনের অংশকে গোড়ালী (Heel) বলা হয়।

তেরী টোকর ছে চশ্‌মা ইয়া রাসুলাল্লাহ্ হুয়া জারি
করম ছে আপনে মেরী দূর ফরমা মুশকিলে সারি।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

আমি ভিডিও গেইমস্ এর পাগল ছিলাম

শাকরগড় জিলা নারোওয়াল (পাঞ্জাব প্রদেশ) এর একজন ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনা হল: আমি ছোটবেলায় ভিডিও গেইমসে প্রতিদিন ঘন্টার পর ঘন্টা সময় নষ্ট করতাম। নামায আদায় করার কোন অভ্যাস ছিলনা। আমার ভাগ্যের তারকা তখন চমকালো যখন আমার আব্বাজান আমাকে মাদ্‌রাসাতুল মদীনাতে ভর্তি করিয়ে দেন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমি সেখানে প্রথমে কুরআন শরীফের নাযেরা শেষ করি। এরপর কুরআনের হাফেজ হলাম এবং সাথে সাথে আমার চারিত্রিক প্রশিক্ষণের ধারাবাহিকতাও শুরু হয়। اَلْحَمْدُ لِلّٰه **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদ্‌রাসাতুল মদীনার বরকতে আমি পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে অভ্যস্থ হয়ে যায় এবং সুন্নাতে ভরা মাদানী লেবাস পরিধান করতে লাগলাম। গতকাল পর্যন্ত পাঁচ ওয়াক্ত নামায ত্যাগকারী **আল্লাহ তাআলার** রহমতে এখন তাহাজ্জুদ, ইশরাক ও চাশ্‌তের নফল নামায সমূহের ফযীলত অর্জনকারীতে পরিণত হয়ে গেলাম।

যখন আমার **দা'ওয়াতে ইসলামীর** বরকতসমূহ অর্জিত হল, তখন আমি একজন মাদানী মুন্নার পিতার উপর ইনফিরাদী কৌশিশ করি যে, আপনিও আপনার ছেলেকে মাদ্‌রাসাতুল মদীনাতে ভর্তি করিয়ে দিন। প্রথমে তিনি অসম্মতি জ্ঞাপন করলেন পরবর্তীতে আমি যখন নিজের উদাহরণ পেশ করলাম যে, আমি কাল পর্যন্ত নামায পড়তাম না, খালি মাথায় ঘোরাঘুরি করতাম কিন্তু اَلْحَمْدُ لِلّٰہ আজ **দা'ওয়াতে ইসলামীর** বরকতে আমার মাথায় ইমামা শরীফ শোভা পাচ্ছে আর আমি পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায়কারী হয়ে গেছি। তখন তিনি তার ছেলেকে মাদ্‌রাসাতুল মদীনাতে ভর্তি করে দিলেন। যেখানে সে প্রথমে কুরআনুল করীম নাযেরা শেষ করে আর এখন হিফ্য করার সৌভাগ্য অর্জন করছে। আর এটা লিখা পর্যন্ত আমি اَلْحَمْدُ لِلّٰہ জামেয়াতুল মদীনাতে দরসে নিজামীর একজন শিক্ষার্থী।

আল্লাহ করম এয়ছা করে তুঝ পে জাহা মে
এ্যায় দা'ওয়াতে ইসলামী তেরী ধুম মাচি হো।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১৯৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب ! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

ভিডিও গেইম

প্রিয় মাদানী মুন্না ও মাদানী মুন্নীরা! আপনারা দেখলেন তো! ভিডিও গেইমসের কু-অভ্যাসে লিপ্ত বাচ্চা যখন **দা'ওয়াতে ইসলামীর** মাদ্‌রাসাতুল মদীনার মাদানী পরিবেশ পেল তখন সে নেক্‌কার, নামাযী এবং পরহেযগার **"মাদানী মুন্নাতে"** পরিণত হল। আপনিও **দা'ওয়াতে ইসলামীর** মাদানী পরিবেশের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত (Attach) থাকুন। **আল্লাহ** না করুন! আপনি যদি ভিডিও গেইমসের বদ-অভ্যাসে লিপ্ত হয়ে থাকেন, তবে হাতোহাত এটার অভ্যাস পরিত্যাগ করার চেষ্টা করুন।

ভিডিও গেইমের মাধ্যমে দ্বীন ও ঈমানের ক্ষতি

অনেক কম সংখ্যক মাদানী মুন্নাদের এ কথার উপলব্ধি হবে যে, মুসলমানদের নতুন প্রজন্মকে ধ্বংস করার জন্য ইসলামের শত্রুরা এমন এমন গেইমস্ তৈরী করেছে, বাচ্চা খেলার নেশায় বিভোর হয়ে না শুধু আমলগত ভাবে ইসলাম থেকে দূরে সরে যায় বরং **আল্লাহর পানাহ!** তার অন্তরে ইসলাম ধর্মের প্রতি ঘৃণাও বদ্ধমূল হয়ে যায় যেমনঃ যারা ভিডিও গেইমস্ খেলে তারা যে ধরণের চালচলন স্ক্রীণে দেখে, তাতে এমন চালবাজিও অন্তর্ভূক্ত থাকে, যাদের হাতে ইসলামী হুলিয়া যেমনঃ দাঁড়ি এবং টুপি বা ইমামা পরিহিত চরিত্রকে প্রহার করা হয় বা ইসলামী চরিত্রকে 'দেশোদ্রোহী' রূপে উপস্থাপন করা হয়। এ রকম গেইম যারা খেলে তাদের অন্তরে ইসলামের ভালবাসা বৃদ্ধি পাবে না কমবে! এটার উত্তর আপনি নিজেই নিজের বিবেক থেকে অর্জন করুন।

ভিডিও গেইমস্ থেকে সৃষ্ট রোগ সমূহ

যারা ভিডিও গেইমস্ খেলে তাদের দৃষ্টিশক্তির দূর্বলতা, মাংসপেশীর (Muscles) খিচুনী এবং মাথা ব্যথার মত রোগে আক্রান্ত হতে পারে।

ভিডিও গেইমসের মারাত্মক ক্ষতি সমূহ

নির্লজ্জ পোষাক পরিহিত ভিডিও গেইমসের চরিত্রগুলোকে দেখে বাচ্চাদের মানসিক পবিত্রতা নির্লজ্জতার নোংরা নালাতে ডুবে যায় এবং কু-দৃষ্টির রোগ তার রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করে। ভিডিও গেইমস্ ক্লাবের প্রতি নেশাখোরদের বিশেষ দৃষ্টি থাকে।

অনেক বাচ্চা ও যুবক তাদের থাবায় ফেঁসে যায়, আর অনেকে তো এভাবে ফেঁসে যায় যে, তারা সারা জীবন মুক্তি পায়না। এমন স্থানে বাচ্চাদের সাথে নোংরা কাজ করানো হয়। বিশেষতঃ ঐ বাচ্চারা খারাপ লোকদের কামনা-বাসনার শিকারে পরিণত হয়, যারা ঘরের অধিবাসীদের থেকে গোপনে ভিডিও গেইম খেলে থাকে। মারামারি এবং হানাহানির দৃশ্যে পরিপূর্ণ গেইম খেলে বাচ্চাদের মধ্যে বিনম্র হৃদয়, ধৈর্য্য, ক্ষমা প্রদানের আগ্রহ কম বা শেষ হয়ে যায় এবং যেগুলো দেখে তা বাস্তবে প্রয়োগ করার আকাঙ্খায় কম বয়সের যুবক (Teenager অর্থাৎ ১৩ বছর থেকে ১৯ বছর বয়সী) লুটতরাজ, চুরি-ডাকাতি, নোংরা কাজসমূহ এমনকি হত্যার মত অপরাধসমূহে জড়িয়ে পড়ে!

ভিডিও গেইমস্ মারামারি ও হানাহানি শিখায়

ভিডিও গেইমস্ অধিকাংশই অত্যাচার ও কঠোরতার দৃশ্যে পরিপূর্ণ হয়ে থাকে। কিছু গেইমে সে লোকও 'হিরো' এর ফায়ারিং এর নিশানাতে পরিণত হতে দেখা যায়, যে হাটুর উপর বসে অনুনয় বিনয় হয়ে তার থেকে দয়া প্রার্থনা করে এবং মৃত্যু থেকে বাঁচার জন্য আত্মচিৎকার করতে থাকে। কিন্তু যে ভিডিও গেইম খেলে, সে ফাইনাল রাউন্ডে পৌছার জন্য তাদের সকলকে বন্দুকের গুলি দ্বারা মেরে সামনের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। চারিদিকে রক্ত আর রক্ত দেখা যায়, আর যে গেইম খেলে সে এসব দৃশ্য দ্বারা তৃপ্তি লাভ করে থাকে। অনেক গেইমসে 'হিরো' কারে (Car) আরোহন করে লোকদেরকে পিষ্ট করে যায়।

কিছু গেইমসে মানুষকে জবেহ করা এবং মাথা কাটার আতঙ্কজনক দৃশ্য দেখানো হয়। কিছু গেইমে ঘরবাড়ী এবং পুল বোমা বিস্ফোরণের মাধ্যমে উড়িয়ে দেওয়ার দৃশ্যও দেখানো হয়। এগুলো অপরিপক্ক বাচ্চার মন মানসিকতার জন্য ক্ষতিকর নয়? যদি এটা বলা হয় তবে হয়ত তা অমূলক হবেনা যে, বর্তমান সমাজে দ্রুততার সাথে বৃদ্ধি পাওয়া অপরাধসমূহের মধ্যে ভিডিও গেইমসের খুবই গভীর সম্পর্ক রয়েছে!

আমেরিকানদের স্বীকারোক্তি

আমেরিকার এক গবেষনা অনুযায়ী ৮০% যুবক মারামারী এবং কঠোরতাপূর্ণ গেইমস্ খেলতে পছন্দ করে। একজন আমেরিকান অভিজ্ঞ মনোবিজ্ঞানীর বক্তব্য হল: "আমরা কম্পিউটার গেইমস্‌কে শুধু খেলা মনে করি কিন্তু দূর্ভাগ্যের কথা হল, এটা আমাদের সমাজকে খারাপের দিকে নিয়ে যাচ্ছে এবং আমরা আমাদের বাচ্চাদেরকে কম্পিউটার গেইমের মাধ্যমে এসব কিছু শিখাচ্ছি যা অন্য পন্থায় অনেক দেরীতে শিখা যেত। কম্পিউটারের সাহায্যে বাচ্চারা না শুধু নতুন অস্ত্রসমূহের ব্যবহারের পারদর্শিতা অর্জন করে নিচ্ছে বরং এর সাথে সাথে তারা মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীদেরকে গুলীর নিশানা বানানো ও শিখে নেয়।"

ভিডিও গেইমসের অমঙ্গলের ১৪টি শিক্ষামূলক ঘটনাবলী

(লোকদের এবং ভিডিও গেইমসের নাম বিলুপ্ত করা হয়েছে)

✱ কলোম্বিয়ান হাই স্কুলের ১৭ এবং ১৮ বয়সের দু'জন ছাত্র ২০শে এপ্রিল ১৯৯৯ইং ১২ জন ছাত্র এবং একজন শিক্ষককে হত্যা করে। এরা দু'জন ছাত্র ভিডিও গেইমের বদ্‌-অভ্যাসে লিপ্ত ছিল, আর তারা এই ঘৃণ্য কাজ ঐ ভিডিও গেইমস অনুযায়ী করে। ✱ ২০০০ সালের এপ্রিল মাসে ১৬ বছর বয়স্ক এক স্প্যানিশ (SPANISH) ছেলে এক ভিডিও গেইমের 'হিরোর' অনুকরণ করতে গিয়ে সত্যিকার ভাবে নিজের মা-বাবা এবং বোনকে 'কাঁটা তলোয়ার' দ্বারা হত্যা করে! ✱ ২০০১ সালের নভেম্বর মাসে ২১ বছর বয়সী আমেরিকান যুবক আত্মহত্যা করে ফেলে। তার মায়ের বক্তব্য ছিল যে, সে একটি ভিডিও গেইমকে নেশার পর্যায়ে খেলতে থাকত। ✱ ২০০৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ১৬ বছর বয়সী এক আমেরিকান যুবক এক ভিডিও গেইমে আসক্ত হয়ে একটি বাচ্চাকে হত্যা করে। ✱ ২০০৩ সালের ৭ই জুন মাসে ১৮ বছর বয়সী এক যুবক ভিডিও গেইমসে প্রভাবিত হয়ে দু'জন পুলিশকে গুলি মেরে হত্যা করে। পরিশেষে তাকে চুরি করা 'কার' (Car) সহ গ্রেফতার করা হয়। ✱ দু'জন আমেরিকান বৈপৃত্তিক ভাই যাদের বয়স ১৪ এবং ১৬ বছর ছিল। ২০০৩ সালের ২৫ জুন একটি রাইফেলের মাধ্যমে ৪৫ বছর বয়সী একজন মহিলাকে হত্যা করে এবং ১৬ বছর বয়সী মেয়েকে আহত করে। এরা উভয়ে একটি গেইমসের অনুরূপ করছিল। ✱ লেস্টার বারতানিয়ায় ২০০৭ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারীতে ১৭ বছর বয়সী এক যুবক ১৪ বছরের এক ছেলেকে পার্কে নিয়ে গিয়ে হাতুড়ি (Hammer) এবং ছুরি দ্বারা একেরপর এক আঘাতের মাধ্যমে হত্যা করে। বিশ্লেষণ করে জানা যায় যে, সে এক ভিডিও গেইমের প্রতি আসক্ত ছিল।

✱ ২০০৪ সালের ২৭শে ডিসেম্বর ১৩ বছর বয়সী এক ছেলে ২৪ তলা বিশিষ্ট দালান থেকে লাফ দিয়ে আত্মহত্যা করে। মৃত্যুর পূর্বে ৩৬ ঘন্টা অনবরত সে একটি ভিডিও গেইম খেলছিল। ✱ ২০০৫ সালের আগষ্টে 'দক্ষিণ কোরিয়ার' এক ব্যক্তি ৫০ ঘন্টা অনবরত এক ভিডিও গেইম খেলছিল, আর খেলতে খেলতে মৃত্যুর মুখে পতিত হয়। ✱ ২০০৬ সালের জানুয়ারীতে কোটোরনেটু (কানাডার) রাস্তায় ১৮ বছর বয়সী দুই যুবক ছেলে একটি ভিডিও গেইমসের অনুরূপ করতে গিয়ে 'কার' (Car) এর গতির প্রতিযোগিতায় মেতে উঠে, আর ঐ প্রতিযোগিতার সময় সংঘটিত হওয়া দূর্ঘটনাতে একজন টেক্সী চালক প্রাণ হারায়। ✱ ২০০৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে চীনের এক ব্যক্তি ইন্টারনেটে অনবরত তিনদিন অনলাইন গেইম খেলতে থাকে, অবশেষে খেলার এই নেশা তার প্রাণ হরণ করে। ✱ ২০০৭ সালের ডিসেম্বর মাসে এক নেতৃত্ববান লোক একটি ভিডিও গেইমের মত সত্যি সত্যি মারামারি করে, আর ঐ ঝগড়াতে সে মারা যায়। ✱ ২০০৯ সালের ১৪ই এপ্রিল ৯ বছর বয়সী এক বাচ্চা যে ব্রুক্লান, নিউইর্য়কে থাকত এক গেইমের নকল করতে গিয়ে একটি অবাস্তব প্যারাশুট নিয়ে ছাদ থেকে লাফ দেয় এবং মৃত্যুবরণ করে। ✱ ২০১০ সালের মার্চ মাসে ৩ বছর বয়সী কন্যা নিজের বাবার বন্দুককে গেইমের 'রিমোট' মনে করে চালাতে শুরু করে, আর এক গুলিতে সে প্রাণ হারায়।

(এসব খবর নেটে **জেনারেশন নেক্সস্ট** অনলাইন ম্যাগাজিন অক্টোবর ২০১০ থেকে নেওয়া হয়েছে)

প্রিয় মাদানী মুন্না ও মুন্নীরা! ভিডিও গেইমের ধর্মীয় ও দুনিয়াবী ক্ষতিসমূহ আপনারা পড়লেন, আপনারা ভাল বাচ্চা হয়ে গড়ে উঠার জন্য সবসময়ের জন্য ভিডিও গেইমস্ খেলা থেকে দূরে থাকার মনমানসিকতা সৃষ্টি করুন। এতে আখিরাতের কল্যাণের সাথে সাথে আপনার টাকা এবং মূল্যবান সময়েরও সাশ্রয় হবে। **হে আল্লাহ! তোমাকে তোমার প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ওসিলা দিচ্ছি। মুসলমানদেরকে ভিডিও গেইমস্ দেখা এবং দেখানোর নোংরা অভ্যাস থেকে মুক্তি প্রদান কর।

"ভিডিও গেইমো" ছে খোদায়ে পাক ছব বাচ্চে বাচে
নেকীয়া করতে রহে আচ্ছে বনে সাচ্চে বনে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মদীনার ভালবাসা, জান্নাতুল বাক্বী, ক্ষমা ও বিনা হিসাবে জান্নাতুল ফিরদাউসে আক্বা ﷺ এর প্রতিবেশী হওয়ার প্রত্যাশী।

৭ই শাবানুল মুয়াজ্জম ১৪৩৪ হিজরী
17-06-2013

মাদানী ফুল

চলার সময় বা সিড়িতে উঠতে নামতে এই সতর্কতা অবলম্বণ করুন যেন জুতার আওয়াজ সৃষ্টি না হয়।

সূচিপত্র

তথ্যসূত্র

কিতাব	প্রকাশনা	কিতাব	প্রকাশনা
রূহুল মাআনি	দারুল ইহ্ইয়াউত তুরাসি, আল আরাবি, বৈরুত	সাআদাতুদ দারাইন	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া
তাফসির আল মুনসারিহ্	সাব্বির ব্রাদারস্ মারকাযুল আউলিয়া লাহোর	আল সিলাতুল হাইওয়ান	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া
তাবকাতুল কুবরা	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত	আল বুরহান	মাকতাবা সুলতানিয়া, সারদারাবাদ (ফায়সালাবাদ)
ইবনে আসাকির	দারুল ফিকর, বৈরুত	ওয়াসায়িলে বখশিশ	মাকাতাবাতুল মদীনা বাবুল মদীনা করাচি

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

মাদানী মুন্নাদের জন্য
অনেক মূল্যবান

মাদানী ফুল

শুয়ে শুয়ে কিংবা চলতে চলতে বা চলন্ত গাড়ীতে, রোদের মধ্যে, বেশী আলো বা কম আলোতে কিতাব পড়ার দ্বারা দৃষ্টিশক্তি দূর্বল হয়ে যায়। অনেক মাদানী মুন্না ও মুন্নীরা একেবারে ঝুকে অধ্যয়ন করতে বা লিখতে বা খাবার খাওয়ার অভ্যস্ত হয়ে থাকে, দয়া করে তারা যেন নিজের অভ্যাস পরিবর্তন করে, নতুবা দৃষ্টিশক্তি দূর্বল, শরীরের রগ ও ফুসফুসে সমস্যা সৃষ্টি হওয়া এবং কোমরে ব্যথা ও ঝুকে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

(এই মাদানী ফুল বড়দের জন্যও উপকারী)

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকা। মোবাইল- ০১৯২০০৭৮৫১৭

কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল- ০১৮১৩৬৭১৫৭২, ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল- ০১৭১২৬৭১৪৪৬

E-mail : bdtarajim@gmail.com, mktb.bd@dawateislami.net

Web : www.dawateislami.net